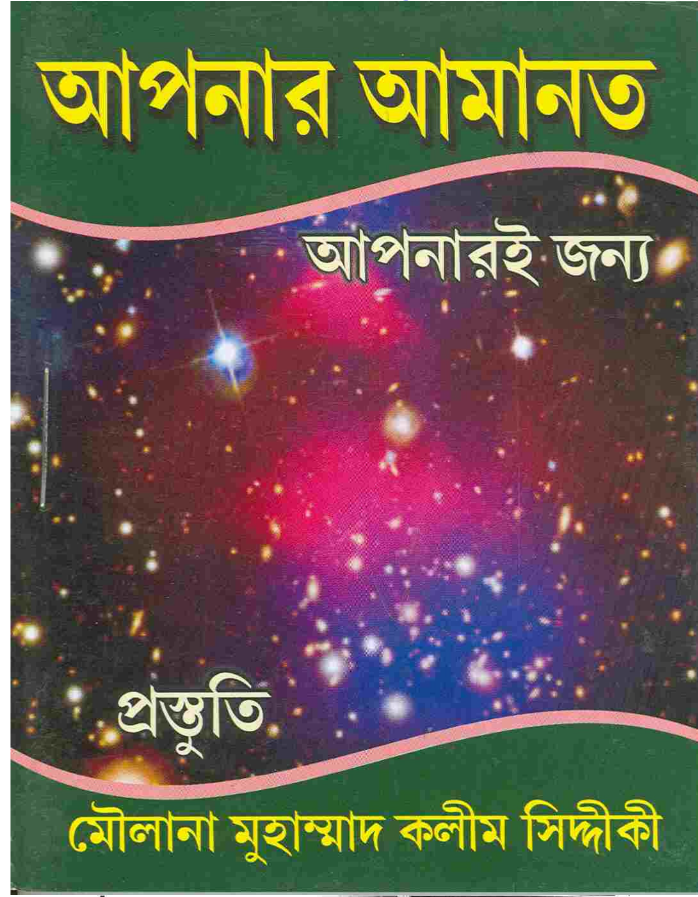
aapki amanat aapki sewa men (Bengali Lenguage) visit for other phulat.blogspot.com

www.armughan.in



আপনার আমানত

(আপনারই জন্য)

প্রস্তুতি ঃ মৌলানা মুহাম্মদ কলীম সিদ্দিকি

প্রকাশক ঃ ইস্রাফিল মণ্ডল
ফোন ঃ ৯৮০০৪৯৩৬১৩

অনুবাদক

রাজিয়া সুলতানা, এম, এ.বি.এড. (বাংলা) শিক্ষিকা

দু
টি
শ
ব্দ

যদি আগুনের একটি ছোট স্ফুলিঙ্গ আপনার সামনে পড়ে থাকে আর একটা অবোধ শিশু সামনে দিয়ে খালি পায়ে যেতে যেতে ছোট্ট পা আগুনের উপরে রাখতে যায়, তখন আপনি কি করবেন?

আপনি তখন দ্রুত ছুটে গিয়ে শিশুটিকে কোলে তুলে নেবেন আর তাকে আগুনের কাছ থেকে দূরে দাঁড় করিয়ে মনে মনে আশ্বস্ত হবেন।

ঠিক অনুরূপভাবে যদি কোন মানুষ আগুনে ঝলসে বা পুড়ে যায় তাহলে আপনি অস্থির হয়ে ওঠেন এবং তার প্রতি আপনার সহানুভূতির উদ্রেক হয়। আপনি কি কখনো ভেবেছেন এরকম কেন হয়? কারণ সমস্ত মানব জাতি কেবল এক মাতা-পিতার সন্তান। সবার হৃদয়েই আছে প্রেম, ভালবাসা, একের অন্যের প্রতি সহানুভূতি। প্রত্যেকের

হৃদয় সুখে-দুঃখে আলোড়িত হয় এবং একজন অন্যজনকে সাহায্য করে আনন্দিত হয়; কিংবা প্রশান্তি লাভ করে। প্রকৃত মানুষ হল সেই, যার মধ্যে আছে মানুষের প্রতি ভালোবাসা, সে নিজেকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করে এবং মানুষর দুঃখ-বেদনায় জর্জরিত হয়। যার জীবনের প্রধান অঙ্গ হল দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়ানো, সেই হল প্রকৃত মানুষ।

মানুষের পার্থিব জীবন অস্থায়ী। মৃত্যুর পরবর্তী জীবনই হল মানুষের স্থায়ী জীবন। নিজের প্রকৃত মালিকের উপাসনা করে কেবল তাঁকে না মানা হলে জান্নাত লাভ তো হয়ই না বরং জাহান্নাম প্রাপ্তি হয়। বর্তমানে লক্ষ কোটি মানুষ জাহান্নামের পথে স্রোতের মত ধেয়ে যাচ্ছে এবং জাহান্নামের পথ প্রশস্ত করছে।

এইরূপ পরিস্থিতিতে যে সকল মানুষ মানুষকে ভালবাসে, মানবতায় বিশ্বাস রাখে, তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হল নরকপথগামী মানুষকে বাঁচিয়ে স্বীয় কর্তব্য পালন করা।

আমি আনন্দ অনুভব করছি এই জন্য যে, সমস্ত মানুষের প্রতি সত্যিকার সহানুভূতি যিনি রাখেন; এবং মানুষকে নরকের আগুন থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন সেই সমস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে মুহাম্মদ কলীম সিদ্দিকি মানুষের প্রতি তাঁর ভালবাসা দেখিয়েছেন। সত্যিকার মুসলমান হতে পারার জন্য আমাদের হৃদয়ের সঙ্গে এই দুটি শব্দ জুড়ে আছে। এর সঙ্গে ''আপনার আমানত' আপনার সম্মুখে উপস্থিত।

অসী সুলেমান নদবী ঃ সম্পাদক উর্দু মাসিক, অরমুগান, ফুলত, মুজফ্‌ফর নগর (ইউ.পি.) আল্লাহ্ এর নামে যিনি করুণাময় ও দয়াবান।

আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি যিনি পরম করুণাময় ও দয়াবান

ক্ষমা চাই

আমার প্রিয় পাঠক; আমায় ক্ষমা করুন, আমি আমার এবং স্বীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে ক্ষমা চাইছি যে, কারণ শয়তান পাপকে ঘৃণা না করিয়ে পাপীর প্রতি ঘৃণা করতে শিখিয়েছে এবং গোটা সংসারকে যুদ্ধের ময়দানে পরিণত করেছে। এই ভুলের বিচার করতেই আমি কলম ধরেছি যাতে আপনার অধিকার আপনাকে পাইয়ে দিতে পারি এবং নিঃস্বার্থভাবে প্রেম আর মানবতার কথা আপনার সাথে বলতে পারি।

সত্যিকারের প্রভু তিনিই যিনি মনের কথা বুঝতে পারেন। তিনি-ই সাক্ষী যে, আমি নিঃস্বার্থ ভাবে এই কথাগুলো আপনার নিকট পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছি এবং একজন সত্যিকারের সমব্যথীর দায়িত্ব পালন করতে চাইছি। এই সমস্ত কথা আপনার কাছে পৌঁছে না দিতে

পারার দুঃখে আমি কত রাত ঘুমাতে পরিনি। আপনার মনকে জিজ্ঞাসা করুন দেখবেন, এসবই সত্য।

'এক প্রেমবাণী'

একথা বলবার মত নয় কিন্তু আমার একান্ত ইচ্ছা এই যে, আমার বাক্যে যে 'প্রেমবাণী' আপনি তা প্রেমের চোখ দিয়ে দেখুন এবং পড়ুন। এই সংসারের সৃষ্টিকর্তা এবং পালনকর্তার কাছে আমি আমার ভাই অথবা বোনেদের প্রেম, ভক্তি পৌঁছে দিতে পেরে নিজে যেমন শান্তি পাচ্ছি তেমনি মানুষ হওয়ার কর্তব্য পালন করতে পেরে আনন্দ পাচ্ছি।

এই সংসারে এসে মানুষের সত্য জানা ও গ্রহণ করা আবশ্যক এবং যা তার গুরুদায়িত্ব ও কর্তব্য, এই প্রেমবাণীতে আমি আপনাদের তা শোনাতে চাই।

'প্রকৃতির সবচেয়ে বড় সত্য'

এই সংসার তথা প্রকৃতির সবচেয়ে বড় সত্য হল এই সংসারের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তাই একমাত্র প্রভু। যিনি গুণে, অস্তিত্বে এক। সংসারের প্রতিটি জিনিসের প্রতি

তাঁর দৃষ্টি। যে কোন ধর্মের মানুষ অন্তরে বিশ্বাস করেন যে, পালনকর্তা এবং সৃষ্টিকর্তা এক। মানবজাতি তার সাধারণ বুদ্ধিতে বিশ্বাস করেন যে, এই জগৎ সংসারের মালিক একজনই। যদি কোন স্কুলে দু'জন অধ্যক্ষ হন, যদি কোন গ্রামে দু'জন প্রধান থাকেন, যদি কোন দেশে দু'জন রাজা থাকেন; তাহলে কোন কিছুই সঠিক ভাবে সঞ্চালিত হয় না, তেমনি এই বিশ্ব-সংসারে দু'জন মালিক হলে সংসার কি প্রকারে চলে?

'এক দলীল'

স্রষ্টার বাণী হল কুরআন, ''যদি তোমার সন্দেহ হয় যে কুরআন প্রভুর সত্যকার 'কালাম' নয় তাহলে তুমি ঠিক অনুরূপ একটা 'সূরাহ্' বানিয়ে দেখাও এবং এটা করবার জন্য তুমি স্রষ্টার সাহায্য ব্যতীত (সংসারের) সমস্ত সাক্ষীদের তোমার সাহায্যের জন্য ডাকো, যদি তোমরা সত্যিবাদী হও'' (সূরাহ্ আল্ বাক্বারা ঃ ২৩)।

কুরআনের অবতরণ থেকে আজ পর্যন্ত ১৪০০ বছরের অধিক সময় ধরে পৃথিবীর বহু মানুষ নতমস্তকে

ক্কুরআনকে সম্মান জানিয়ে আসছে, কেউই বলতে সাহস করে নি যে, ক্কুরআন স্রষ্টার বাণী নয়।

প্রভু আমাদের বুদ্ধি যোগানোর জন্য বহু দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যা হল এক একটি দলিল—যেমন, 'যদি পৃথিবী ও আকাশে অনেক মাবুদ (মালিক) থাকত তবে যেমন খারাপ হত তেমনি সংঘর্ষ বেঁধে যেত' (২১ঃ২২)। এটা পরিষ্কার যে একাধিক মালিক থাকলে গণ্ডগোল হয়।

একজন বলত 'রাত' তো অন্যজন বলত 'দিন'। একজন বলত ছয় মাসে দিন হোক, তো অন্যজন বলত তিন মাসে দিন হোক। একজন বলত সূর্য আজ পশ্চিমে উঠবে তো অন্যজন বলত পূর্বে। যদি দেব-দেবীদের এই অধিকার সত্য হত এবং তারা 'আল্লাহ্‌র' কার্যে শরীক হত তাহলে দেখা যেত কোন ব্যক্তি পূজা করে বর্ষার দেবতাকে সন্তুষ্ট করে বর্ষা আনলো, তখন উপরতলার মালিক স্বীয় ক্ষমতা বলে বর্ষা বন্ধ করলে বর্ষার দেবতা ধর্মঘট করে বসত। এইভাবে যদি দেখা যেত কোনদিন সূর্য উঠল না তখন বোঝা যেত সূর্যদেব ধর্মঘট করেছেন।

'সত্য প্রমাণ'

একথা সত্য যে সংসারের প্রতিটি বস্তু এবং জাগতিক প্রত্যেকটি কার্য প্রমাণ দিচ্ছে স্রষ্টা এক এবং অদ্বিতীয়। প্রভুর যখন যা ইচ্ছা তখনই তিনি তা করতে পারেন। তাঁকে কল্পনা করা যায়, কিন্তু তাঁর মূর্তি গঠন করা যায় না। তিনি পৃথিবীর প্রতিটি জীব ও জড়কে সৃষ্টি করেছেন মানুষের সেবার জন্য। সূর্য, চন্দ্র, হাওয়া, জল সমস্ত কিছু মানুষের জন্য, আর মানুষ হল এ সমস্ত কিছুর 'অধিকারী' এবং মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে প্রভুর আজ্ঞা পালন করবার জন্য।

একথা সত্য এবং ন্যায়োচিত যে জন্ম-মৃত্যু; জীবিকা-নির্বাহ এবং জীবনে বেঁচে থাকবার জন্য প্রতিটি প্রয়োজনীয় বস্তু দান করেছেন 'আল্লাহ্'। অতএব একজন সত্যকারের মানুষের কাজ হল নিজের জীবন এবং জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রত্যেক কাজ প্রভুর বিধান ও ইচ্ছানুসারে করা উচিত। যদি কোন ব্যক্তি স্বীয় জীবনকে প্রভুর ইচ্ছানুসারে পালন না করে তাহলে তিনি 'ভাল-মানুষ' নন।

'একটা বড় সত্য'

'মহান আল্লাহ্' তাঁর গ্রন্থ 'ক্কুরআন শরীফে' একটা সত্য কথা আমাদের জানিয়েছেন, "প্রত্যেক মানুষকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিতে হইবে, পুনরায় তোমাকে আমার কাছে ফিরে আসিতে হইবে" (সূরা আনক্কাবূত)এই আয়াতে দুটো ভাগ আছে। প্রথম ভাগে আছে যে, প্রত্যেক জীবকে মৃত্যুর স্বাদ নিতে হবে। এটা এমন এক বাণী যে, প্রতিটি সমাজ, স্থান ও প্রতিটি মানুষ এটি বিশ্বাস করে, এমন কি যে ধর্ম মানে না সেও এই সত্যের কাছে মাথা নত করে; এমনকি পশুও মৃত্যুর সত্যতা অনুভব করে। ইঁদুর যেমন বিড়ালকে দেখে পালায় তেমনি রাস্তার কুকুরও চলন্ত গাড়ী দেখে পালায়। এর কারণ হল এই সকল পশুরাও মৃত্যুকে বিশ্বাস করে।

'মৃত্যুর পর'

এই আয়াতের দ্বিতীয় ভাগে ক্কুরআন মাজীদ এক বড় সত্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেই সত্য হ'ল যে, 'তুমি' মৃত্যুর পর আমার কাছে ফিরে

আসবে এবং পৃথিবীতে যেমন কার্য করবে এখানে তেমন ফল পাবে।' মানুষ যদি এই চরম সত্যকে বিশ্বাস করে তাহলে গোটা সংসারের চিত্রটাই বদলে যাবে।

মৃত্যুর পর তুমি পচে গলে যাবে এবং দ্বিতীয় বার তোমাকে সৃষ্টি করা হবে না এমন নয়। এটাও সত্য নয় যে, মৃত্যুর পর তোমার আত্মা কোন যোনিতে প্রবেশ করবে। এ সমস্ত ব্যাপারে মানুষের সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে বোঝা যাবে না।

প্রথম কথা হল এই যে, মানুষের এই (আসা-যাওয়ার) পুনর্জীবন ব্যাপারটা 'বেদে'ও উল্লেখ নেই। তবে 'পুরানে' এর উল্লেখ আছে। এর থেকে জানা যায় যে, মানুষের শুক্রাণু থেকে সন্তানের 'গুনাহ' লেখা এমন ভাবে শুরু হয়েছে যে, শয়তান ধর্মের নামে মানুষের মধ্যে উঁচু নিচুর ভেদাভেদ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। ধর্মের নামে এক শ্রেণীর মানুষ শূদ্রের কাছ থেকে সেবা নিত কিন্তু তাদেরকে ভাবত নীচ, সমাজের দলিত, পতিত। কিন্তু এক সময় সেই সকল নীচুতলার মানুষেরা ধর্মের 'ঠিকাদার' উঁচু শ্রেণীর মানুষদের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলল।

তারা 'সওয়াল' করল 'যখন' আমাদের সৃষ্টিকর্তা 'এক স্রষ্টা'; যখন স্রষ্টা সকল মানুষকে চোখ, কান, নাক সব সমানভাবে দিয়েছেন তখন আপনারা বড় আর আমরা ছোট, নীচু কেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা পুনরাগমনের সাহায্য নিলেন। বললেন, 'তোমাদের পূর্বজন্মের কর্মফল তোমাদের নীচু করেছে।'

এই ধারণার বলে প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক মানুষেরই পূণর্জন্ম আছে এবং কর্মানুসারে তারা এক একবার এক-একরূপে জন্মায়। এরই মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি কুকর্ম করে সে বনস্পতির যোনিতে প্রবেশ করে এবং যার কর্ম অতি উত্তম সে সৌভাগ্য লাভ করে।

'পূনরাগমনের বিরুধে তিনটি যুক্তি'

১। বিজ্ঞানীরা সবসময় সত্য প্রমাণ করে তবে সিদ্ধান্তে আসেন, তাই তাঁদের বক্তব্য হল এই যে, পৃথিবীতে প্রথমে জন্মেছে গাছ তারপর জন্তু। মানুষ এসেছে আরো কোটি কোটি বৎসর পরে। তাহলে যখন

মানুষ জন্মায়নি, কোন কুকর্ম করেনি তবে তাদের কোন আত্মা বৃক্ষ ও পশুর শরীরে জন্ম নিয়েছে।

২। দ্বিতীয়তঃ এই ধারণা যদি সত্য হয় তাহলে একথা মানতে হবে যে পৃথিবীতে প্রাণীর সংখ্যা ক্রমশঃ কমতে থাকবে। কারণ যে আত্মা মোক্ষ প্রাপ্ত হচ্ছে তার সংখ্যা কমে যাওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের তথ্য আছে যাতে জানা যাচ্ছে যে, এই বিশাল পৃথিবীতে মানুষ, জীবজন্তু ও গাছপালা অর্থাৎ সমস্ত জীবকুল সংখ্যায় ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩। তৃতীয়তঃ এই বিশ্ব সংসারে জন্ম ও মৃত্যুর হারের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ দেখা গেছে। মৃত্যু প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের তুলনায় শিশু জন্মানোর হার অনেক বেশি। যখন কোটি কোটি মশা-মাছি জন্মায় তখন তারা তাদের পুরানো বাসস্থানের নাম বলে দেয়? এবং তারা কি বলে যে তারা পুনর্বার জন্মগ্রহণ করেছে? এসবই শয়তানের চালাকি যে, মানুষের ধর্ম নষ্ট করবার চেষ্টা চালায়।

সত্য কথা হল এই যে, মৃত্যুর পর সমস্ত মানুষকে

স্বীয় প্রভুর কাছে ফিরে যেতে হবে এবং এই সংসারে যে যেমন কর্ম করবে সে তেমনই শাস্তি অথবা পুরস্কার পাবে।

'কর্মফল প্রাপ্তি'

এই সংসারে যে সত্য ও নেকীর পথে চলবে সে 'জান্নাতবাসী' হবে। জান্নাতে সমস্ত সুখের ব্যবস্থা আছে। এমন কিছু আছে যা মানুষ কখনও চোখে দেখেনি, কানে শোনে নি, হৃদয়ে উপলব্ধি করেনি। এছাড়া সবচেয়ে বড় কথা এই যে, জান্নাতবাসী স্বচক্ষে প্রভুকে দর্শন করতে পারবেন। যার চেয়ে বড় আনন্দ আর কিছুতে নেই।

ঠিক অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি কুকর্ম করবে, পাপ করবে, প্রভুর আজ্ঞা অমান্য করবে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। সেখানে তাকে আগুনে জ্বলতে হবে। সেখানে তাকে সমস্ত পাপের সাজা দেওয়া হবে। সবচেয়ে বড় সাজা হল এই যে, সে কখনও মালিকের দর্শন পাবে না, উপরন্তু প্রভুর ক্রোধের আগুন তার উপর বর্ষিত হবে।

"স্রষ্টার প্রতিদ্বন্দ্বী তৈরি করা বড় পাপ"

মহান প্রভু কুরআন মাজীদে উল্লেখ করেছেন যে, নেকী, সৎকর্ম, পূণ্য এবং সদাচার যেমন ছোট বড় হয়, তেমনি প্রভুর কাছে গুনাহ, কুকর্ম, পাপ ও ছোট বড় হয়। প্রভু আমাদের বলেছেন, সেই ব্যক্তি সর্বাধিক শাস্তির ভাগীদার, যাকে তিনি ক্ষমা করেন না কখনই; সে সর্বদা জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে থাকে এবং যার মৃত্যুও আসে না, সেই ব্যক্তি হল সংসারের মধ্যে সব চেয়ে বড় পাপী। কেননা সে প্রভুর সমকক্ষ বানায়। এইরূপ কার্য করবার অর্থ হল নিজের মাথা অন্যের সামনে ঝোঁকানো (প্রভু ব্যতীত), নিজের হাত অন্য কারো কাছে জোড় করা, এছাড়া প্রভু ব্যতীত অন্য কাউকে নিজের প্রভু মানা। অর্থাৎ 'আল্লাহ্' ব্যতীত অপর দেব-দেবী, চন্দ্র, সূর্য, পীর-ফকিরকে মনে করা হচ্ছে যেন তিনিই জন্ম-মৃত্যু, রুজি-রুটি, লাভ-লোকসান সমস্ত কিছুর মালিক। 'আল্লাহ্' ব্যতীত অপর কাউকে প্রভু মনে করা 'শিরক্', এই কার্যহেতু যে 'গুনাহ্' হয় আল্লাহ্ তা কখনও মাফ করেন

না। আমাদের সামান্য বুদ্ধি ও এই চিন্তা ভাবনাকে খারাপ মনে করে এবং পছন্দও করে না।

'একটা দৃষ্টান্ত'

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, কোন স্ত্রী যদি কলহপ্রিয়া হয়, সর্বদা কু-কথা বলে এবং কোনো কথা না শোনে; তখন স্বামী যদি তাকে ত্যাগ করতে চায়, গৃহত্যাগ করতে বলে এবং সেই স্ত্রী যদি স্বামীর গৃহত্যাগ করতে না চায়, আমৃত্যু তার কাছে, তার গৃহে থাকতে চায়, তখন স্বামীটি ক্রোধান্বিত হয়েও তাকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

এর বিপরীতে যদি কোন স্ত্রী তার স্বামীর অত্যন্ত সেবা করে, আজ্ঞাকারীনী হয়, সর্বদা স্বামীর জন্য চিন্তা করে, স্বামীর জন্য প্রতীক্ষা করে, তার খাওয়া না হ'লে খায় না এছাড়া স্বামীকে অত্যন্ত যত্ন করে খাওয়ায়; এক কথায় পতিব্রতা, পতিপ্রাণা হয়, সেই স্ত্রী যে স্বামীকে প্রাণাপেক্ষা প্রিয় মনে করে, সে স্ত্রী একদিন তার পতির কাছে নিবেদন করে যে, সে একজন স্বামীর সঙ্গে বাস করে সুখী নয়। তার আর একজন স্বামী চাই তাই সে

একজন প্রতিবেশীকে নিজের স্বামী বানিয়ে নিয়েছে। যদি স্বামীর কোন পুরুষত্ব থাকে, তার মধ্যে মনুষত্ব থাকে তাহলে সে কিছুতেই স্ত্রীর এই কার্য স্বীকার করবে না।

এটা কেন হয়? কারণ হল স্বীয় স্ত্রীর জন্য কাউকে প্রতিদ্বন্দ্বী দেখতে চায় না। যে মানুষ বীর্যের একটা বিন্দু থেকে জন্ম নিয়েও স্বীয় প্রতিপক্ষ মেনে নিতে পারে না সেখানে 'প্রভু' যিনি অপবিত্র বিন্দু থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি কি করে একজন প্রতিদ্বন্দ্বীকে স্বীকার করবেন যাকে তাঁর সঙ্গে একাসনে বসানো হবে? যখন এই সংসারে মানুষ যা কিছু পেয়েছে, তিনিই দিয়েছেন।

'পবিত্র কুরআনে মূর্তি পূজার বিরোধিতা'

পবিত্র কুরআনে মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে যে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে তা বিচারযোগ্য, — "আল্লাহ্ ছাড়া তুমি যাদের পূজা কর তারা সবাই একত্রিত হয়ে একটা মাছিও জন্ম দিতে পারবে না, আর জন্ম দেওয়া তো দূরের কথা যদি মাছি তার সামনে থেকে কোন বস্তু ছিনিয়েও নেয় তার কাছ থেকে ফেরত নিতে পারবে না। অতএব, কি

প্রকার দুর্বল যে পূজা পাচ্ছে সে এবং যে পূজা করছে সে (সূরা হজ্জ ৭৩-৭৪)। উপরন্তু এরা আল্লাহ্‌র কদর করেনি যে রকম তাঁকে করা উচিত; কেননা তিনিই হলেন সর্বশক্তিমান (সূরা যুমার ৬৭)।

কিছু কিছু মানুষ মনে করেন যে, তাঁরা 'প্রভু ব্যতীত অন্যের পূজা এই জন্য করেন যাতে তিনি মালিকের দয়া ও মালিকের কাছে পৌঁছানোর রাস্তা বলে দিতে পারেন। এ যেন কোন ব্যক্তি কোন শিক্ষককে ট্রেনের ব্যাপারে জেনে নেওয়া এবং যেহেতু উক্ত শিক্ষক ট্রেন সম্পর্কে জ্ঞান দান করেছেন তাই ঐ ব্যক্তি ট্রেনের জায়গায় শিক্ষকের উপরে সওয়ার হন। ঠিক অনুরূপভাবে 'আল্লাহ্' নির্দেশিত সঠিক পথ যিনি বলে দেন তাকে পূজা করার অর্থ হল ট্রেনকে ছেড়ে শিক্ষকের উপর সওয়ার হওয়া। কোন কোন বন্ধু একথাও বলেন যে, আমরা কেবল ধ্যান করার জন্য মূর্তি রেখেছি। এটা খুব ভাল কথা যে, খুব মনোযোগের সঙ্গে কেউ কোন গাছকে লক্ষ্য করছে আর বলছে পিতাজীর ধ্যান করার জন্য গাছকে লক্ষ্য করছি আর ভাবছি কোথায় গাছ আর কোথায়

পিতাজী? কোথায় দুর্বল মূর্তি আর কোথায় দয়াময়, করুণাময় আল্লাহ্। এতে ধ্যান স্থির হয়, না ভঙ্গ হয়?

সবচেয়ে বড় সত্য হল এই যে, কোন প্রকারে কোন অবস্থাতে প্রভুর প্রতিদ্বন্দ্বী সৃষ্টি যে করে তাকে তিনি কখনই ক্ষমা করেন না, এবং এই ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

'সবচেয়ে বড় নেকী হল স্রষ্টার উপর শ্রদ্ধা রাখা'

এই প্রকার সবচেয়ে বড়, ভাল, পুণ্য 'ইমান' যার সম্পর্কে পৃথিবীর সমস্ত ধর্মই বলে যে এই পৃথিবীতেই সমস্ত কিছুই ছেড়ে যেতে হবে। ধার্মিক অথবা ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি তাঁকে বলে যিনি কারো হক থেকে তাকে বঞ্চিত করেন না। কেননা যিনি কাউকে হক থেকে বঞ্চিত করেন তাকে 'জালিম' বলা হয়। মানুষের উপরে সবচেয়ে বেশি অধিকার তার স্রষ্টার।

যিনি জন্ম-মৃত্যু সমস্ত কিছুর মালিক এবং একমাত্র যিনিই আরাধনার যোগ্য। তাহলে একমাত্র তাঁরই সেবা

করা যাক। যিনি আমাদের জীবন দান করেছেন, যিনি আমাদের মান-সম্মান, লাভ-লোকসান সমস্ত কিছুর মালিক তাঁরই আদেশ ও আজ্ঞানুসারে জীবন অতিবাহিত করা উচিত। অর্থাৎ সেই প্রভুর আদেশ পালন করা ও তাঁকে মেনে চলার নাম হল 'ঈমান'। একমাত্র তাঁকে প্রভু হিসাবে মানা ও তাঁর আদেশ পালন করা ব্যতীত মানুষ ঈমানদার হতে পারে না, বরং যে মান্য করে না তাকে 'বে-ইমান' বলা হয়।

প্রভুর সবচেয়ে বড় 'হক' মেরে লোকের কাছে ইমানদারী দেখানোর বা ইমানদার হওয়ার চেষ্টা প্রসঙ্গে বলা যায় যে একজন ডাকাত বহু ডাকাতি করে ধনী হওয়ার পর দোকানীকে এক পয়সা ফেরত দিতে এসে বলে যে হিসাবে তার কাছে এক পয়সা বেশি চলে গেছে তাই সে ফেরত দিতে এসেছে। বহু ডাকাতি করে ধনী হওয়ার পর এক পয়সার হিসাব দেওয়া যেমন ইমানদারী, স্বীয় প্রভুর আদেশ মান্য না করে অন্যের আজ্ঞাবাহী হওয়া, তার আরাধনা করা তার চাইতে আরো খারাপ, নীচ ঈমানদারী।

'ঈমানদার' মানুষ তাকে বলা হয় যে স্বীয় প্রভুর আদেশ পালন করে, শুধুমাত্র তাঁরই উপাসনা করে এবং প্রভুর দেওয়া জীবনকে প্রভুরই আদেশ পালনে অতিবাহিত করে।

প্রভুর দেওয়া জীবনকে তাঁরই আজ্ঞানুসারে অতিবাহিত করাই হল ধর্ম এবং তাঁর আদেশকে অমান্য করাই হল অধর্ম।

'প্রকৃত ধর্ম'

প্রকৃত ধর্ম হল একমাত্র 'আল্লাহ্' কে মানা এবং তাঁর আজ্ঞা পালন করা। পবিত্র কুরআন মাজীদে উল্লেখ আছে, ''আল্লাহ্ এর ধর্ম-তো কেবল ইসলাম (সূরা আল ইমরাণ ১৯) এবং ইসলাম ব্যতীত যে ধর্মই আসুক না কেন তা গ্রাহ্য নয়'' (সূরা ঃ আল ইমরান ৮৫)।

মানুষের দুর্বলতা হল যে, তার দৃষ্টিশক্তির সীমাবদ্ধতা আছে, তার শ্রবণশক্তিরও সীমাবদ্ধতা আছে। মানুষের স্বাদ গ্রহণের ও স্পর্শ করার ক্ষমতাও সীমিত। অর্থাৎ

পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা যেমন সীমিত তেমনি বুদ্ধিরও একটা নির্দিষ্ট সীমারেখা আছে।

প্রভুর কেমন জীবন পছন্দ, কি রকম আরাধনা তিনি গ্রহণ করেন, পরবর্তী জীবন কেমন? জান্নাত ও জাহান্নামে মানুষ কোন কর্মহেতু পৌঁছায় এসব বিষয় মানুষের জ্ঞাতব্য নয়।

মানুষের এই দুর্বলতার কথা ভেবে প্রভু মহান পুরুষকে এই পদবী-র যোগ্য মনে করে 'ফেরেস্তার দ্বারা উক্ত মহান পুরুষের নিকট তাঁকে উপাসনা করবার রাস্তা বলে দিয়েছেন এবং জীবন সম্পর্কে এমন সত্য বাণী তিনি পাঠিয়েছেন যা বোঝার ক্ষমতা মানুষের নেই। এইরূপ মহান পুরুষকে নবী, রসূল ও পয়গম্বর বলা হয়। অবতার বলা যায়; যদি তার মানে হয়, 'যার মাধ্যমে বার্তা পাঠানো হয়'। কিন্তু বর্তমানে, অবতার কথার অর্থ হল যিনি স্রষ্টা অথবা স্রষ্টাই অন্যরূপে অবতরণ করেছেন। কিন্তু এ হল 'কুসংস্কার'। যা বিশ্বাস করাও পাপ। এই কুসংস্কার প্রভুর উপাসনা ত্যাগ করে মানুষের মূর্তিকে

পূজা করার কথা বলে। মহাপুরুষকে আল্লাহ্ নির্বাচন করেছেন মানুষকে সঠিক পথ, দেখানোর জন্য, যাঁকে বলা হয় 'নবী', 'রসূল'। 'নবী' যুগে যুগে এসেছেন বিভিন্ন স্থানে। তারা প্রত্যেকেই এক আল্লাহ্‌কে মানা এবং তাঁর আদেশ পালন করার কথা বলেছেন এবং তার জন্য ধর্মীয় আইন-কানুন (শরীআত) নির্দেশ করেছেন। নবীদের মধ্যে কোন নবীই এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে মানার কথা বলেননি; উপরন্তু এইরূপ কার্য করাকে তিনি সবচেয়ে বড় 'গুনাহ' বলেছেন। রসূল এইরূপ 'গুনাহ' থেকে মানুষকে বিরত থাকতে বলেছেন, মানুষ তাঁর কথা সত্য বলে মেনেছে, সঠিক পথে চলার চেষ্টা করেছে।

''মূর্তি পূজার প্রচলন''

যখন পয়গম্বর মৃত্যুবরণ করলেন (কেননা একমাত্র আল্লাহ্-ই অবনিশ্বর— এবং তাঁর অনুগামীরা রসূল বা পয়গম্বরের শোকে বিহ্বল হয়ে পড়ল তখন 'শয়তান' তার পাপকর্ম শুরু করল। আল্লাহ্ শয়তানকে মানুষকে

বিভ্রান্ত করবার ক্ষমতা প্রদান করেছেন। কেননা মানুষ কতখানি আল্লাহ্-এর প্রতি বিশ্বাসে ও ভক্তিতে অটল থাকে তিনি তা পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন। শয়তান মানুষকে বোঝাল, যে তোমাদের রসূলের প্রতি ভালোবাসা আছে। কিন্তু মৃত্যুর পর সে তোমাদের চোখের আড়ালে লুকিয়েছে। আমি তার একটা মূর্তি বানিয়ে দিচ্ছি যা দেখে তোমরা অনেক শান্তি পাবে। শয়তান মূর্তি বানিয়ে দিল। তখন তাঁরা ইচ্ছা হলেই সেই মূর্তিকে দেখত। এইভাবে যখন ধীরে ধীরে মূর্তির প্রতি তাঁদের ভালবাসা জন্মালে শয়তান বলল, 'যদি এই মূর্তির সামনে তোমরা মাথা নত কর তাহলে এর মধ্যে স্রষ্টাকে পাবে।' মানুষের মনে মূর্তির প্রতি আলাদা ভক্তি এসেছিল। তাই শয়তানের কথায় তারা সহজেই মূর্তির সামনে মাথা নত করল এবং পূজা করতে আরম্ভ করল। যাদের কাছে একমাত্র স্রষ্টাই পূজ্য ছিল তারা মূর্তি পূজা আরম্ভ করল এবং চোরাবালিতে ফেঁসে গেল বা শয়তানের জালে জড়িয়ে গেল।

এই সংসারের সর্দার (মানুষ) যখন পাথর অথবা

মাটির কাছে নতশির হল তখন তারা হল অপমানিত এবং প্রভুর কাছে ছোট হয়ে তারা নরকপথগামী হল। আল্লাহ্ পুনরায় একজন রসূল প্রেরণ করলেন। তিনি মানুষকে মূর্তি পূজা থেকে বিরত থাকতে বললেন, শুধুমাত্র আল্লাহ্‌কে মানার কথা বললেন। অনেকে তাঁর কথা মানল, অনেকে মানল না। যারা মানল, আল্লাহ্ তাদের প্রতি প্রসন্ন হলেন। কিন্তু যারা রসূলের উপদেশ গ্রাহ্য করল না, তাদের প্রতি আসমান থেকে গজব নেমে এল।

'রসূলের শিক্ষা'

এই সংসারে যত নবী এসেছেন তাঁদের প্রত্যেকের ধর্মের আধার এক; তাঁরা প্রত্যেকেই বলেছেন যে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌কে মানো। কাউকে তাঁর সমকক্ষ মনে কোর না। কাউকে গুণে ও ব্যক্তিত্বে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ বানিয়ো না। কাউকে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কোর না। তাঁর প্রেরণ করা সমস্ত রসূলকে সত্য বলে মানো। আল্লাহ্‌র ফেরেস্তাগণকে সত্য বলে মানো, যারা শয়ন, ভোজন করেন না, যাঁরা পবিত্র,

যাঁরা আল্লাহ্‌র সমস্ত আদেশ পালন করেন, তাঁদের সত্য বলে মানো। আল্লাহ্ ফেরেস্তার মাধ্যমে তাঁর বাণী সম্বলিত যে গ্রন্থের অবতারণা করেছেন তাকে সত্য বলে গ্রহণ কর। বিশ্বাস কর, মৃত্যুর পর তোমার কর্মফল হেতু তুমি ভাল অথবা মন্দভাবে জীবন কাটাতে পারবে। একথাও জেনে রাখো যে ভাগ্য খারাপ এবং ভালো হওয়ার মালিকও তিনি। এখন আমি যে শরীআত ও জীবন যাপনের রীতির কথা বলতে এসেছি তা পালন করার চেষ্টা কর।

আল্লাহ্-এর যত নবী ও রসূল এসেছেন তাঁরা সকলে সত্য এবং তাঁদের উপর যে ধর্মীয় গ্রন্থের অবতারণা করা হয়েছে তাও সত্য; এ সবের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে, কোন ভেদ নেই। সত্য কথা হল এই, যে এঁরা এক স্রষ্টার কথা বলেছেন, তাঁকে মানার কথা বলেছেন এবং তাঁদের শিক্ষা দিয়েছেন, প্রভু ব্যতীত অন্য কারো উপাসনা না করার এমন কি তাঁর নিজেরও না; তাই রসূলগণের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। যে সকল মহাপুরুষগণ মূর্তিপূজা ও অনেকেশ্বরবাদের কথা বলেছেন তাঁরা রসূল নন।

তাঁরা 'ফরেব' (প্রবঞ্চক)। মুহাম্মদ (সঃ) এর পূর্বে যত রসূল এসেছেন তাঁরা সকলেই ইন্তেকাল করেছেন। আবার কোথাও কোথাও গ্রন্থের পরিবর্তনও করা হয়েছে।

'শেষ পয়গম্বর মুহাম্মদ (সঃ)'

এ এক মূল্যবান সত্য যে, যত নবী এসেছেন তাঁরা তাদের জবানে অথবা গ্রন্থে শেষ নবী সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন এবং এটাও বলা হয়েছে যে তাঁর আগমনের পরে এবং তাঁকে জানার পর সমস্ত প্রাচীন শরীআত এবং ধর্মীয় কানুন ব্যতিরেকে তাঁর কথা মানা হবে এবং তিনি যে গ্রন্থ এবং ধর্ম আনবেন তাই চলমান থাকবে। এ-ও ইসলামের সত্যতা প্রমাণ করে কেননা প্রাচীন গ্রন্থেও (ফরেব দল থাকা সত্বেও) শেষ নবীর আগমনের বার্তা আল্লাহ্ বদলাননি যাতে একথা কেউ না বলতে পারে যে, "আমাদের কাছে কোন বার্তা আসেনি"। বেদে তারই নাম 'নরাশংস', পুরাণে কল্কি অবতার, বাইবেলে ফারক্লীট এবং আহমদ ও বৌদ্ধে অন্তিম বুদ্ধ ইত্যাদি লেখা হয়েছে।

এই সকল ধর্মীয় গ্রন্থে মুহাম্মদ (সঃ)এর জন্মস্থল, জন্মতিথি, সময় ও বহু বাস্তব লক্ষণ প্রথমেই বলে দেওয়া হয়েছে।

'মুহাম্মদ (সঃ) এর জীবন ও পরিচয়'

আজ থেকে প্রায় সাড়ে চোদ্দশ বৎসর পূর্বে শেষ নবী মুহাম্মদ (সঃ) সৌদি আরবের মক্কাতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের কিছু পূর্বেই তাঁর পিতার মৃত্যুর হয়। মা ও বেশি দিন জীবিত ছিলেন না। প্রথমে দাদা এবং পরে চাচা তাঁকে লালন-পালন করেন। সংসারে সবচেয়ে শান্ত একজন মানুষ গোটা মক্কা নগরীর নয়নমণি হয়ে উঠেছিলেন।

তাঁর বয়ঃবৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের ভালবাসা তাঁর প্রতি বৃদ্ধি পেতে লাগল। তাঁকে সৎ এবং ধার্মিক বলে গণ্য করা হল। মানুষ তার বহু মূল্যবান 'আমানত' তাঁর কাছে রাখতে লাগলো। তিনি তাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব মিটিয়ে দিতেন। আল্লাহ্ এর পবিত্র গৃহ কাবা শরীফকে নতুন করে নির্মাণ করা হল। কাবাগৃহের এক কোণে

একটা 'পবিত্র পাথর' ছিল। সেই পাথরটি যখন স্বস্থানে রাখবার প্রসঙ্গ এল তখন মক্কাবাসী ও সর্দারের বংশধরদের ইচ্ছা ছিল, এই অধিকার একমাত্র তাকেই দেওয়া হোক। কিন্তু কিছু লোক এর বিরোধিতা করল, ফলে দ্বন্দ্ব বেধে গেল, তখন একজন বিচক্ষণ বুদ্ধিমান ব্যক্তি বললেন যে, 'আগামী কাল যে সবচেয়ে আগে কাবাগৃহে আসবে সেই-ই এর ফয়সালা করবে।' সবাই প্রস্তুত হল। কিন্তু ঐদিন সবার আগে কাবাগৃহে এলেন মুহাম্মদ (সঃ) তখন সবাই একসাথে বলে উঠল যে, আমাদের মধ্যে সবচেয়ে সৎ ও ধার্মিক ব্যক্তি এসেছেন, তাই আমরা সকলেই রাজি আছি। তখন তিনি একটা চাদর পেতে তার উপরে পবিত্র পাথরকে রেখে প্রত্যেক বংশের সর্দারকে চাদরের এক এক কোনা ধরতে বললেন। যখন পাথর দেওয়াল পর্যন্ত পৌঁছে গেল তখন মুহাম্মদ (সঃ) পাথরটিকে স্বহস্তে স্বস্থানে রেখে দিয়ে একটা বড় দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি ঘটালেন।

এইভাবে তিনি সমস্ত কাজে অগ্রদূতের ভূমিকা নিতেন। তিনি যখন অন্য কোন জায়গায় যেতেন তখন

সকলে ব্যাকুল হয়ে উঠত। আবার তিনি যখন ফিরে আসতেন তখন সকলে তাঁকে জড়িয়ে ধরে শিশুর মত ক্রন্দন করত। ঐ সময় কাবাগৃহে ৩৬০টি দেব-দেবীর মূর্তি ছিল। গোটা আরব দেশে জাতিভেদ, ধনী-দরিদ্র ভেদ, নারীর প্রতি অত্যাচার, জুয়া, সুদ, লড়াই প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের মন্দকর্ম প্রচলিত ছিল।

কাজেই ২৩ বৎসর ধরে আল্লাহ্ তাঁর কাছে ফেরেস্তাদের মাধ্যমে কুরআন অবতরণ করলেন এবং তাঁকে 'রসূল' ঘোষণা করলেন, মানুষকে একেশ্বরবাদী হওয়ার বার্তা পাঠানোর দায়িত্ব প্রেরণ করলেন।

'সত্যের আওয়াজ'

শেষ নবী মুহাম্মদ (সঃ) একটা পাহাড়ের চটিতে উঠলেন এবং জোরে আওয়াজ দিলেন। সেই আওয়াজে বহু লোক একত্রিত হল, কেননা তা ছিল একজন সৎ ধার্মিক ব্যক্তির 'ডাক'। তিনি প্রশ্ন করলেন, যদি আমি তোমাদের বলি যে, এই পাহাড়ের পিছনে বিশাল সেনাবাহিনী আছে যারা যে কোন মুহূর্তে তোমাদের উপর

হামলা করতে পারে। একথা কি তোমরা বিশ্বাস করবে? প্রত্যেকে এক সুরে বলে উঠল, ' আপনার কথা কে না বিশ্বাস করবে? আপনি কখনও মিথ্যা বলতে পারেন না। এছাড়া আপনি পাহাড়ের পিছনের দৃশ্য দেখতে পাচ্ছেন। এরপর তিনি তাদেরকে ইসলামের পথে আসবার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। মূর্তিপূজা থেকে বিরত করলেন এবং জাহান্নামের আগুনের ভয়ও দেখালেন।

'মানুষের একটি দুর্বলতা'

মানুষের একটা দুর্বলতা হল যে, তারা পূর্বপুরুষদের ভ্রান্ত ধারণাকে অন্ধের মত মেনে চলে। মানুষেরা বুদ্ধি দিয়ে বিবেচনা করতে চায় না বরং পূর্বপুরুষদের মত অবলম্বন করে চলে, কোন কিছু শোনা বা বোঝার চেষ্টা করে না।

'বাধা ও পরীক্ষা'

মুহাম্মদ (সঃ) ৪০ বৎসর ধরে মক্কাবাসীর প্রতি ভালবাসা ও আস্থা দেখালেও তারা রসূলের শিক্ষাকে গ্রহণ করল না। উপরন্তু শত্রু হয়ে গেল। তিনি মানুষকে

যত সত্যের পথিক হতে বলতেন তারা ততবেশি তাঁর শত্রু হয়ে যেত। কিছু কিছু মানুষ ইমানদার ব্যক্তিকে নানা ভাবে উত্যক্ত করত। তাঁদের তারা মারত, ফেলে দিত, গলায় দড়ি দিয়ে টানাটানি করত এবং পাথর নিক্ষেপ করত। কিন্তু তিনি (রসূল) তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করতেন, কারো প্রতি প্রতিশোধ নেওয়ার কথা ভাবতেন না, সারারাত ধরে প্রভুর কাছে ওই সকল অত্যাচারী মানুষের জন্য দোয়া প্রার্থনা করতেন। একবার তিনি মক্কাবাসীর প্রতি নিরাশ হয়ে 'তায়েফ' নগরে গিয়েছিলেন। সেখানকার লোকেরা তাঁকে অমান্য করল, ছেলেদের লেলিয়ে দিল তাঁকে উত্যক্ত করবার জন্য। তারা 'রসূলকে' লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করতে লাগল যার আঘাতে তাঁর পা থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে, কখনও যদি তিনি ব্যথায়, কাতর হয়ে বসে পড়তেন তাহলে ওইসব ছেলেরা তাকে পুনরায় দাঁড় করিয়ে দিত এবং মারধর করত। এই অবস্থায় তিনি একবার নগরের বাইরে একস্থানে গিয়ে বসলেন, মুহাম্মদ (সঃ) তাদের কোন দোষ দেননি বরং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে

দোয়া প্রার্থনা করেছেন, 'হে প্রভু, এদের বুদ্ধি দাও! এরা কিছু জানে না'।

আল্লাহ্-প্রেরিত পবিত্র বার্তা এবং ঐশীবাণী পৌঁছানোর জন্য তাঁর প্রিয় মক্কা নগর তাকে ছাড়তে হয়। একটা ঘটনার জন্য তাঁকে সাড়ে তিন বৎসর বন্দী থাকতে হয়। তখন তিনি গাছের পাতা খেয়ে জীবন-ধারণ করেছেন। এরপর তিনি জন্মভূমি মক্কানগর ছেড়ে মদিনায় যান। কিন্তু সেখানেও মক্কাবাসী বিরোধী মানুষের ফৌজ সেজে বারবার তাঁর সঙ্গে লড়াই করতে যায়।

'সত্যের জয়'

সত্যের সর্বদা জয় হয়, এখানেও তাই হল। ২৩ বৎসরের কঠিন পরিশ্রমের পর মুহাম্মদ (সঃ) বিজয়ী হলেন তিনি গোটা আরব দুনিয়াকে সত্যের পথে চলার আমন্ত্রণ জানালেন এবং ইসলামের শীতল ছায়ায় স্থান দিলেন, গোটা দুনিয়ায় আলোড়ন সৃষ্টি হল, উঁচু নীচুর প্রভেদ দূর হল এবং সমস্ত মানুষ এক আল্লাহকে মানতে ও আরাধনা করতে শুরু করল।

'অন্তিম অসীয়ত'

মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি প্রায় এক লক্ষের বেশি লোকের সঙ্গে 'হজ্জ' করলেন এবং সমস্ত লোককে অন্তিম অসীয়ত শোনালেন, 'হে মানব জাতি! মৃত্যুর পরে যখন তোমাকে তোমার কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে, তখন আমার বিষয়েও প্রশ্ন করা হবে, যে আমি আল্লাহ-এর দ্বীন (ধর্ম) এবং সত্য সম্পর্কে তোমাদের জানিয়েছি কি না। তখন প্রত্যেকেই বললে যে হ্যাঁ আপনি আমাদের এ বিষয়ে বলেছেন। এরপর তিনি আকাশের দিকে আঙুল তুলে তিনবার বললেন, 'হে আল্লাহ্! আপনি সাক্ষী থাকুন, আপনি সাক্ষী থাকুন'। এরপর উপস্থিত মানুষগুলিকে বললেন, 'এই সত্য ধর্ম যিনি জেনেছেন, তিনি যেন তাঁদের কাছে পৌঁছে দেন, যিনি এই সত্য ধর্ম সম্পর্কে কিছু জানেন না।''

এরপর তিনি একথাও বললেন যে, ''আমি হলাম শেষ রসূল, আমার পরে কোন রসূল আসবে না। আমি হলাম সেই অন্তিম ঋষি, নরাশংস এবং কল্কি অবতার

যার প্রতীক্ষা তোমরা করছিলে এবং যার সম্পর্কে তোমরা সবকিছু জানো।'' পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, ''যাদের আমি এই গ্রন্থ দিয়েছি তারা এই পয়গম্বর মুহাম্মদকে জানেন, যেমন নিজের পুত্রকে তাঁরা জানেন। হ্যাঁ এটা নিশ্চিত যে, তাদের মধ্যে একটা দল সত্যকে লুকিয়ে রাখতো।

'প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য'

কেয়ামত পর্যন্ত এই সংসারের প্রতিটি মানুষের কর্তব্য এবং ধর্মীয় ও মানবিক দায়িত্ব হল এক আল্লাহ্-এর উপাসনা করা। এছাড়া আল্লাহ্-এর সমকক্ষ কাউকে না মানা। মুহাম্মদ (সঃ) কে সত্য বলে মানা এবং তিনি যে ধর্ম ও জীবন-ধারণের রীতিনীতি এনেছেন তা পালন করা। ইসলামে একে 'ইমান' বলা হয়। 'ইমান' না থাকলে মৃত্যুর পর জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে।

'দুটি প্রশ্ন'

এখন আপনার মাথায় দুটি প্রশ্ন আসতে পারে যেমন মৃত্যুর পরে জাহান্নাম অথবা জান্নাত প্রাপ্তির কোনটাই

দেখা যায় না অতএব তা বিশ্বাস করব কেন? এই প্রসঙ্গে এটা জেনে নেওয়া উচিত যে, সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থে স্বর্গ (জান্নাত) ও নরকের (জাহান্নামের) বর্ণনা আছে। এর থেকে এটা পরিস্কার যে স্বর্গ ও নরকের কথা ও মানুষের কর্মফল হেতু মৃত্যুর পরে তার বিচারের কথা সমস্ত প্রাচীন ধর্ম দ্বারা স্বীকৃত।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ঃ গর্ভে থাকাকালীন কোন শিশুকে যদি বলা যায় যে, সে যখন মাতৃগর্ভ থেকে বাইরের দুনিয়ায় আসবে তখন কাঁদবে, দুধপান করবে এবং বহু জিনিস দেখতে পাবে। কিন্তু সে বিশ্বাস করবে না। একমাত্র মাতৃগর্ভ থেকে বাইরে এলে সে সমস্ত কিছুই তার চোখের সামনে দেখতে পাবে। ঠিক এইরূপ এই সংসারে থাকার অর্থ হল গর্ভে থাকা। মৃত্যুর পরে গর্ভ থেকে বেরিয়ে যখন মানুষ আখিরাতের দুনিয়ায় চোখ খুলবে তখন সমস্ত কিছু তার চোখের সামনে দেখতে পাবে।

স্বর্গ, নরক ও তার প্রকৃত চিত্রের যে সত্য সংবাদ সেই সত্য দিয়েছে যাকে মিথ্যা প্রমাণ করবার সাধ্য চরম

শত্রুরও নেই এবং কুরআনের মত ধর্মগ্রন্থ যে সত্যের প্রমাণ দিয়েছে তা প্রত্যেকেই গ্রহণ করেছে।

'দ্বিতীয় প্রশ্ন'

যে দ্বিতীয় প্রশ্নটি আপনার মাথায় আসতে পারে তা হল এই যে, যখন রসূলগণ, ধর্ম ও ধর্মীয় গ্রন্থগুলি সত্য ছিল, তখন ইসলাম কবুল করার কি প্রয়োজন ছিল?

বর্তমান যুগে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুব সহজ। আমাদের দেশে একটা সংসদ (পার্লামেন্ট) আছে, একটা সংবিধান আছে। এখানে যত প্রধানমন্ত্রী এসেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই ভারতের যুগোপযোগী প্রধানমন্ত্রী। জহরলাল নেহেরু, শাস্ত্রীজি, ইন্দিরা গান্ধী, রাজীবগান্ধী এবং ভি.পি. সিংহ ইত্যাদি। এঁরা প্রত্যেকেই দেশের প্রয়োজনে সময়োপযোগী যে আইন-কানুন পাশ করিয়েছেন, তা সবই ভারতবর্ষের আইন-কানুন। কিন্তু বর্তমান প্রধানমন্ত্রী যদি পুরানো আইন কানুন সংশোধন করেন তাহলে সমস্ত পুরানো আইন-কানুন বদলে যাবে এবং প্রত্যেক ভারতবাসী সংশোধিত আইন কানুন মানতে বাধ্য থাকবে।

কিন্তু ভাগীদার হবে না। এই ক্ষমতা সব জায়গায় আছে। কিন্তু যদি কোন ভারতীয় নাগরিক বলেন যে, 'ইন্দিরা গান্ধী তো আসল প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তাই আমি তাঁর আইন-কানুন মানবো, নতুন প্রধানমন্ত্রীর আইন-কানুন মানবো না, এছাড়া তিনি যে আয়কর ধার্য করেছেন তাও দেব না। এই প্রকার ব্যক্তিকে তাহলে ভারতবিরোধী বলা হবে এবং শাস্তিও প্রদত্ত হবে।

ঠিক এইরূপ ভাবে সমস্ত ধর্মগ্রন্থ যুগে যুগে এসেছে এবং সত্যের শিক্ষা দিয়েছে। তাই সমস্ত রসূল ও ধর্মপুস্তককে সত্য মানা ও শেষ রসূল মুহাম্মদ (সঃ) কে মানা সমস্ত মানুষের অবশ্য কর্তব্য।

'সত্য ধর্ম এক, কেবলমাত্র এক'

এইজন্য একথা বলা উচিত যে, সমস্ত ধর্মই একেশ্বর মুখী। রাস্তা পৃথক পৃথক কিন্তু গন্তব্য এক। সত্য কেবল এক। কিন্তু অসত্য অনেক হতে পারে। জ্যোতি এক কিন্তু আঁধার অনেক হতে পারে। সত্য ধর্ম কেবল এক, শুরু থেকেই এক। অতএব, কেবল এককে মানা উচিত এবং

এক-কে মানাই হল ইসলাম। ধর্ম কখনও বদলায় না, কেবল শরীআত (কানুন) সময়ানুসারে বদলায় তাও প্রভুর আজ্ঞানুসারে পালিত রীতিনীতি অনুযায়ী। যখন মানবজাতি এক এবং প্রভু অর্থাৎ স্রষ্টাও এক তখন রাস্তাও এক হবে। কুরআনে বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌র ধর্ম তো কেবল ইসলাম।

'একটি অতিরিক্ত প্রশ্ন'

একটা প্রশ্ন মনে আসতে পারে, সেটি হল যে, মুহাম্মদ (সঃ) যদি নবীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সংসারের মধ্যে শেষ নবী হন তা হলে তার কি কোন প্রমাণ আছে? এর পরিস্কার উত্তর হল যে, সর্বপ্রথম এই কুরআন হল স্রষ্টার 'কালাম' যা কিনা তার সত্যতা প্রমাণের জন্য বহু যুক্তি তর্কের প্রদর্শন করেছে; যা কিনা সকলে মানতে বাধ্য হয়েছে এবং এখন পর্যন্ত এর বিরোধিতা কেউ করেনি। কুরআন ঘোষণা করেছে যে, মুহাম্মদ (সঃ) হলেন শেষ নবী। আল্লাহ্‌র প্রিয় দূত। দ্বিতীয়তঃ মুহাম্মাদ (সঃ) এর জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত এই সংসারে সকলের

সম্মুখে অতিবাহিত হয়েছে। তাঁর সমস্ত জীবন খোলা বইয়ের মত।

এই সংসারের কোন মানুষের জীবনই মুহাম্মাদ (সঃ) এর মত সুরক্ষিত ও উজ্জ্বল নয়। তাঁর কোন শত্রু অথবা ইসলামের কোন দুশমন একথা বলতে পারে না যে তিনি কখনো মিথ্যা বলেছেন, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে। তাঁর নগরবাসী তাঁর সত্যতার কসম খেত। যে উত্তম পুরুষ কখনও নিজের জীবনে মিথ্যা বলেন নি, সেই ব্যক্তি ধর্ম ও স্রষ্টা সম্পর্কে কি করে মিথ্যা বলবেন? তিনি স্বয়ং বলেছেন, "আমিই হলাম শেষ নবী এবং আমার আগমন সম্পর্কে সমস্ত নবী ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন।" সমস্ত ধর্মীয় গ্রন্থে শেষ ঋষি, কল্কি অবতার সম্পর্কে যে সকল লক্ষণ ও পরিচিতির কথা ভবিষ্যৎ বাণী করা হয়েছে তার সকল বিষয়ই মুহাম্মাদ (সঃ) এর মধ্যে আছে।

'ডাঃ বেদ প্রকাশ উপাধ্যায়'

ডাঃ বেদ প্রকাশ উপাধ্যায়ের লেখায় উল্লেখিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি ইসলামকে গ্রহণ না করে এবং মুহাম্মাদ ও

40

নিজধর্মকে না মানে সে ব্যক্তি হিন্দুও হতে পারে না। কেননা হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থে আছে কল্কি অবতার ও নরাশংস (মানুষ দ্বারা প্রশংসিত) এই পৃথিবীতে এলে তাঁকে ও তাঁর ধর্মকে মানার কথা বলা হয়েছে। অতএব যে হিন্দু স্বীয় ধর্মগ্রন্থের প্রতি আস্থাশীল সে যদি ধর্মগ্রন্থকে না মানে তাহলে মৃত্যুর পরের জীবনে নরকের আগুন ও স্রষ্টা ক্রোধের ভাগীদার হবে।

'ইমানের আবশ্যকতা'

মৃত্যুর পরবর্তী জীবন ছাড়াও এই সংসারে 'ইমান' ও ইসলামকে সর্বদা প্রয়োজন। তাই মানবজাতির কর্তব্য হল এক স্রষ্টার উপাসনা করা। যে ব্যক্তি স্রষ্টা ব্যতীত অন্যের সম্মুখে নতমস্তক হয় তার প্রভুভক্তি কুকুরের কাছ থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত। কুকুর স্বীয় মালিকের দরজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকে এবং তাঁর প্রতি আস্থাশীল হয় কিন্তু এ কেমন 'ইমান' যাতে মানুষ নিজ প্রভু ব্যতীত অন্যের কাছে নিজেকে বিকিয়ে দেয় অর্থাৎ অন্যের সম্মুখে নতমস্তক হয়।

কিন্তু ইমানের বেশি প্রয়োজন মৃত্যুর পরে, যেখান থেকে মানুষ আর ফিরবে না, মৃত্যুকে বার বার ডাকলেও আসবে না। সে সময় কোন অনুতাপ, অনুশোচনা, প্রায়শ্চিত্ত কাজে লাগবে না। যদি মানুষ পৃথিবী থেকে বে-ইমান হয়ে বিদায় নেয় তাহলে তাকে অনন্তকাল নরকের আগুনে জ্বলতে হবে। যদি আগুনের একটা স্ফুলিঙ্গ আমাদের শরীরকে স্পর্শ করে তাহলে আমরা যন্ত্রণায় কাতরাই। তাহলে বেঈমান মানুষ নরকের আগুনে অনন্তকাল ধরে কি করে জ্বলন সহ্য করবে? যখন চামড়ায় একটা স্তর জ্বলে গেলে নতুন করে চামড়া তৈরি হবে এবং এইভাবে অনন্তকাল জ্বলতে থাকবে।

'প্রিয় পাঠক'

আমার প্রিয় পাঠক। মৃত্যু কখন আসবে কেউ জানে না। যে শ্বাস ভিতরে আছে সে কখন বাইরে আসবে তার যেমন ভরসা নেই, যে শ্বাস বাইরে আছে সে কখন ভিতরে যাবে তারও ভরসা নেই। মৃত্যুর আগে যতটা সময় আছে

42

তার মধ্যে সবচেয়ে বড় দায়িত্ব পালন করতে হবে। ইমান ব্যতীত এই পার্থিব জীবন ও মৃত্যুর পরবর্তী জীবন বৃথা।

কাল যখন নিজ প্রভুর কাছে যাওয়া হবে তখন সবার আগে 'ঈমান' সম্পর্কে জানতে চাওয়া হবে। আমারও এতে স্বার্থ আছে। কেননা, কাল যখন হিসাব হবে তখন আপনি যেন একথা না বলেন যে আমাদের কাছে কোন বার্তা আসে নি।

আশা করি এই সত্য বাণী আপনার অন্তরে স্থান করে নিয়েছে। আসুন, ভাগ্যবান, সৎ ও হৃদয়বান; আমার প্রিয় পাঠক, স্রষ্টাকে সাক্ষী করে সৎ মনে তাঁকে অন্তর্যামী মেনে নিয়ে স্বীকার করি এবং বিশ্বাস করি ঃ—**"আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অ-আশহুদ আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ও-রসূলুহু"**।

অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং আমি এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় মুহাম্মাদ (সঃ) আল্লাহ্র বান্দা ও রসূল (বুখারী ৫০০ পৃঃ)।

আমি তওবা করছি, সমস্ত প্রকার নাস্তিকতা থেকে, শিরক থেকে এবং সমস্ত প্রকার পাপ থেকে এবং প্রতিজ্ঞা করছি যে, সৃষ্টিকর্তা তথা সত্যিকার মালিকের সমস্ত আদেশ পালন করব এবং তাঁর সত্য নবী মুহাম্মদ (সঃ) কে সৎভাবে অনুকরণ করব। করুণাময় এবং দয়াবান মালিক আমাকে এবং আপনাকে যেন আমৃত্যু এই পথে চলতে সাহায্য করেন। আমার প্রিয় পাঠক, যদি আপনি মৃত্যু পর্যন্ত বিশ্বাস আর ঈমানের সঙ্গে নিজের জীবন অতিবাহিত করেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে আপনার এই ভাই কিভাবে প্রেমের 'হক' পুরণ করেছে।

'ঈমানের পরীক্ষা'

এই ইসলাম ও ঈমানের জন্য আপনার পরীক্ষাও হতে পারে। তবে জয় সর্বদা সত্যেরই হয়। তাই এখানেও সত্যেরই জয় হবে। যদি গোটা জীবনই পরীক্ষা দিতে হয় তাহলে এই ভেবে জীবন কাটাতে হবে যে এই 'দুনিয়াদারী' মাত্র কিছুদিনের জন্য। মৃত্যুর পরবর্তী জীবনই হল অনন্ত। পরপারের চরম সুখ এবং জান্নাত

46

লাভ করবার জন্য এবং প্রভুকে সন্তুষ্ট করবার জন্য এবং প্রভুকে দর্শন করবার জন্য এ সকল পরীক্ষা কিছুই নয়।

'আপনার কর্তব্য'

আর একটা কথা হল এই যে, 'ইমান' এবং 'ইসলামের' এই সত্যতা সেই সমস্ত ভাইগণের 'হক' ও 'আমানত' যাদের কাছে এটা পৌঁছায়নি। অতএব, আপনার কর্তব্য হল নিঃস্বার্থভাবে স্বীয় ভ্রাতাগণের কাছে 'ইমান' ও ইসলামের সত্যতা পৌঁছে দেওয়া। ঠিক যেভাবে মুহাম্মাদ (সঃ) প্রভুর ক্রোধ ও জাহান্নামের সাজা থেকে মানুষকে বাঁচানোর জন্য দুঃখ, বেদনার অনুভূতির সঙ্গে এই সত্যতা পৌঁছে দিয়েছিলেন। আপনিও পৌঁছে দিন এবং তারা যাতে সঠিক পথে চলতে পারে তার জন্য প্রভুর কাছে দোয়া করুন। কোন অন্ধ ব্যক্তি যদি কোন ব্যক্তির সম্মুখে, আগুনের কুণ্ডের মধ্যে পড়ে যায় এবং উক্ত ব্যক্তি ঐ অন্ধ ব্যক্তিকে যদি না বলে, যে তোমার পথ আগুনের কুন্ডের দিকে যাচ্ছে, তবে সেই ব্যক্তি কখনই

মানুষ বলে অভিহিত হতে পারে না। মনুষত্বের প্রথম শর্ত হল, ঐ অন্ধ ব্যক্তির পথ রোধ করা, তাকে ধরে বাঁচানো এবং প্রতিজ্ঞা করা যে, যতক্ষণ আমি থাকব ততক্ষণ তোমাকে কিছুতেই আগুনে পড়তে দেব না।

ঈমান আনার পর প্রত্যেক মুসলমানের একটা দায়িত্ব আছে যে তিনি শিরক আর বে-ঈমানীর আগুনে জ্বলতে থাকা মানুষকে উদ্ধার করবেন, তাদের পিঠে হাত বুলিয়ে তাকে অনুরোধ করবেন যেন তারা ভুল রাস্তায় না চলেন। নিঃস্বার্থভাবে সহানুভূতির সঙ্গে যদি কোন কথা বলা যায় তাহলে তা মনের উপর প্রভাব ফেলে। যদি আপনার দ্বারা একজন ব্যক্তিও ঈমান আনে এবং প্রভুর সত্যের দরজায় মাথা নত করে তাহলে আপনিও উদ্ধার হয়ে যাবেন। এর কারণ হল "আল্লাহ্ সেই ব্যক্তির প্রতি বেশি প্রসন্ন হন যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে 'কুফ্র ও শির্ক' থেকে বার করে সঠিক পথে নিয়ে আসে। ঠিক যেমন আপনার পুত্র আপনার বিরোধী হয়ে শত্রুর সঙ্গে মিলিত হয় এবং তার কথা শোনে; এবং যদি কোন সজ্জন ব্যক্তি তাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে আপনার

আজ্ঞাকারী করে দেয় তাহলে আপনি যেমন প্রসন্ন হন, ঠিক তেমনি আল্লাহ্ও সেই ব্যক্তির প্রতি প্রসন্ন হন। আল্লাহ্ সেই বান্দার প্রতি অধিক প্রসন্ন হন, যে ব্যক্তি কোন মানুষের কাছে ঈমান পৌঁছেদেন।

'ঈমান গ্রহণের পর'

ইসলাম গ্রহণের পর যখন আপনি আল্লাহ্‌র সৎ বান্দা হলেন তখন কর্তব্য হল প্রতিদিন পাঁচবার নামায পড়া। সেইজন্য আপনাকে নামায শিখতে হবে এবং পড়তে হবে। এতে আত্মার শান্তি ও আল্লাহ্‌র প্রতি প্রেম বৃদ্ধি হয়। রমজান মাসে একমাস রোজা রাখতে হবে। যে ব্যক্তি কাবা ভ্রমণ করার সামর্থ রাখেন, তিনি যেন অবশ্যই হজ্জব্রত পালন করেন। সাবধান! আপনার মাথা যেন আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো কারো কাছে নত না হয়। মদ, জুয়া, সুদ, শুয়োরের মাংস, ঘুষ আপনার পক্ষে নিষিদ্ধ। এগুলি থেকে আপনি নিজেকে বাঁচাবেন। আল্লাহ্

যে সকল বস্তুকে পবিত্র বলেছেন সেগুলিকে আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে।

আল্লাহ্ প্রেরিত পবিত্র গ্রন্থ কুরআন নিয়মিত পড়তে হবে এবং গ্রন্থের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষার নিয়ম শিখতে হবে এবং সৎ ভাবে প্রার্থনা করতে হবে যে, 'হে আমার প্রভু! আমাকে আমার বন্ধুদেরকে, পরিবারের সদস্যদের ও আত্মীয় স্বজনদের এবং এই পৃথিবীতে বসবাসকারী সমস্ত মানবজাতিকে ঈমানের সঙ্গে মৃত্যু দিন। কেননা ঈমানই এই মানব সমাজের অন্তিম সাহারা। ঠিক যেভাবে আল্লাহ্‌র এক পয়গম্বর ইব্রাহীম ইমানের সঙ্গে জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিয়েছিলেন কিন্তু আগুন তার অঙ্গ স্পর্শ করতে পারেনি। এখনও ঈমানের শক্তি আগুনকে ফুল বানিয়ে দিতে পারে এবং সঠিক পথে চলবার সমস্ত বাধা দূর করে দিতে পারে।

"যদি ইব্রাহিমের ইমান উৎপন্ন হয় আজ
তবে আগুন তার স্বভাব হারিয়ে পাবে ফুলের সাজ"